ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 152 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৫২ ● কলকাতা ● ২২ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● শনিবার ● ০৬ জুন ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

## এবার আরও বিপদে মমতা! লালবাজারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামে দায়ের অভিযোগ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হল। এবার সেই মন্তব্যের জেরে তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখায় অভিযোগ জমা দিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা'। সংগঠনের দাবি, তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য দেশের ভাবমূর্তি এবং সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। সেই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে।

**মমতার বিরুদ্ধে অভিযোগ**

বৃহস্পতিবার লালবাজারে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী দাবি করেন, ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে মমতা যে মন্তব্য করেছিলেন, তা দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এর আগে একই ইস্যুতে আইনজীবী রিঙ্কু চট্টোপাধ্যায় সিংহ শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় পৃথক অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

প্রসঙ্গত,বিতর্কের সূত্রপাত ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া এক বক্তব্যকে ঘিরে। সেখানে তিনি বলেছিলেন, "বাংলাদেশের একটা বড় খুনিকে এসটিএফ গ্রেফতার করেছিল, জেনে রাখুন। যা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক রেভোলিউশন হয়েছিল। অন্য দেশের কথা আমি বলছি না। আমার বলার অধিকার নেই।"

সেদিন তিনি আরও বলেন, "কিন্তু আমি যেটা বলছি, সেই পয়েন্টটা হল, তার পরে তারা মেঘালয় হয়ে বাংলায় চলে আসে। বাংলায় যখন চলে আসে, তখন আমাদের এসটিএফ তাকে ধরে। এটা তাদের (এসটিএফ) ক্রেডিট। তার পরে হোম মিনিস্টার (কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ) নিজে আমাকে ফোন করে বলছেন। এত দিন তো

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 311

### হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

পৃথিবী বৃক্ষকে, বৃক্ষ পাখীদের ফল দেয়। প্রকৃতির গুণধর্ম হল দেওয়া। সেইজন্য যে প্রকৃতিময় হয়ে গেছে, সে দেওয়া নিজেই শিখে যাবে। প্রকৃতি সবাইকে সমান রূপে দেয়, কারোর সঙ্গেও ভেদাভেদ করে না। তার কাছে সব সমান। নদীর কাছে যাও, নদী সব জাতির, সব রঙের, সব ধর্মের, সব ভাষার লোকেদের সমান জল দেয়।

**ক্রমশঃ**

# মন্ত্রিত্বের পর ফালাকাটায় ফিরতেই জনসমুদ্রে ভাসলেন দীপক বর্মন

**হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথমবার এলাকায় ফিরতেই উৎসবের আবহে মেতে ওঠে গোটা ফালাকাটা। বিপুল ভোটে নির্বাচিত জনপ্রিয় বিজেপি বিধায়ক তথা নবনিযুক্ত মন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই ধুপগুড়ি রেল স্টেশন চত্বরে ভিড় জমান অসংখ্য সাধারণ মানুষ, দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা।উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস থেকে নামতেই ফুলের মালা ও উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করে নেওয়া হয় মন্ত্রী দীপক বর্মনকে। এরপর ধুপগুড়ি থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত সড়কপথে এক বিশাল শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। শোভাযাত্রা ঘিরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান নবনিযুক্ত মন্ত্রীকে।ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়ে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে দীপক বর্মন এলাকার সার্বিক উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, ফালাকাটাকে আরও আধুনিক, পরিচ্ছন্ন ও উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তোলাই তাঁর মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে সর্বদা পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি।এদিন মন্ত্রীকে ঘিরে যুব সমাজের উৎসাহ-উদ্দীপনাও ছিল চোখে পড়ার মতো। অসংখ্য যুবক বাইক র‍্যালিতে অংশ নিয়ে আনন্দ উদযাপন করেন।অন্যদিকে, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে দিনভর ফালাকাটার বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন মন্ত্রী দীপক বর্মন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটার বিডিও আদৃতা সমাদ্দার সহ প্রশাসনের আধিকারিক, বিজেপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। পরিবেশ রক্ষায় সকলকে আরও বেশি করে বৃক্ষরোপণের আহ্বান জানান মন্ত্রী।দীপক বর্মনের পূর্ণমন্ত্রী হওয়ায় ফালাকাটাজুড়ে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষের আশা, তাঁর নেতৃত্বে আগামী দিনে ফালাকাটার উন্নয়নের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে।

# বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গোপীবল্লভপুর থানার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ, বিতরণ শতাধিক চারা গাছ

**অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম**

পরিবেশ দূষণ, বনভূমি ধ্বংস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব আজ বিশ্ববাসীর অন্যতম বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের নির্দেশে গোপীবল্লভপুর থানার উদ্যোগে থানা চত্বরে বৃক্ষরোপণ ও চারা গাছ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। "গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান" স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন থানার পুলিশ আধিকারিক, কর্মী এবং বনদপ্তরের প্রতিনিধিরা। এদিন আম, কাঁঠাল, শাল-সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের শতাধিক চারা রোপণ করা হয়। পাশাপাশি উপস্থিত সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ বিতরণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ "একটি গাছ মায়ের নামে" কর্মসূচির কথাও বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। উপস্থিত সকলকে নিজেদের মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে অন্তত একটি করে গাছ রোপণ

এরপর ৩ পাতায়

# কলকাতার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা ফিরহাদের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

অবশেষে মেয়র পদে ইস্তফা দিলেন ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার কলকাতা পুরসভায় একটি সাংবাদিক বৈঠক করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। ২০১৮ সালের ৩ ডিসেম্বর থেকে প্রায় সাড়ে সাত বছর মেয়র পদে ছিলেন কলকাতা বন্দরের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ। শুক্রবার কলকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান মালা রায়ের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন ফিরহাদ। এর ফলে বিধাননগরের পর এবার ভাঙল কলকাতা পুরসভাও (KMC)। পালাবদলের রাজ্যে পদ ছাড়লেন কলকাতার মেয়র। তিনি এও বলেন, 'অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেল'।

**কেন ইস্তফা ফিরহাদের**

ইস্তফা দেওয়ার কারণ জানিয়ে ফিরহাদ বলেন, "দাপটের সঙ্গে কাজ করেছি। যাঁরা পুরসভায় আসতেন, তাঁদের সমস্যার সমাধান করার কাজ করতাম। এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। চেয়ারের সম্মানহানি করতে পারি না। চেয়ার ধরে বসে থাকলাম অথচ ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। তাই আমি আজ ইস্তফা দিচ্ছি।" ইস্তফায় দলনেত্রী অনুমোদন দিয়েছেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ বলেন, "দলের তরফে আমি অনুমতি চেয়েছিলাম। সসম্মানে চলে যেতে চাই। উনি (মমতা) বলেছেন ঠিক আছে।" রাজ্যের নতুন সরকার ও নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

# বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গোপীবল্লভপুর থানার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ, বিতরণ শতাধিক চারা গাছ

এবং তার পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বলেন, একটি গাছ শুধু পরিবেশকে সবুজ করে না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নির্মল বাতাস, ছায়া, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু, গোপীবল্লভপুর থানার আইসি অজয় কুমার সিং, বনদপ্তরের কর্মীরা এবং থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।গোপীবল্লভপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রশাসনের নয়, সমাজের প্রতিটি মানুষের। প্রত্যেকে যদি একটি করে গাছ লাগিয়ে তার সঠিক পরিচর্যা করেন, তাহলে আগামী দিনে আরও সবুজ, সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।" বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচি এলাকাবাসীর মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। পুলিশ ও বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সবুজায়নের কাজে আরও বেশি করে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

# মণিপুরে সশস্ত্র হামলায় ৩ জনের প্রাণহানি, বহু বাড়িঘর ধ্বংস

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভারতের মণিপুর রাজ্যের কাংপোকপি জেলায় সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এসময় আগুনে পুড়িয়ে সাতটি বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়। স্থানীয় কুকি-জো জনগোষ্ঠীর শীর্ষ সংগঠন কুকি ইনপি মণিপুর (কেআইএম) এ তথ্য জানিয়েছে। শুক্রবার কেআইএম-এর জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, শুক্রবার ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে লইবোল খুলেন গ্রামে এই হামলা চালানো হয়। সংগঠনটির দাবি, সশস্ত্র হামলাকারীরা গ্রামে প্রবেশ করে গুলি চালায় এবং একাধিক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

হামলায় তিনজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হন এবং সাতটি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। নিহতরা হলেন- লেথখোংগাম হাওকিপ, তার স্ত্রী টিনমারি হাওকিপ এবং জাংমিনলাল হাওকিপ। কুকি স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (দক্ষিণ পশ্চিম সদর হিলস শাখা) জানায়, নিহতদের বয়স যথাক্রমে ৩৪, ৩০ ও ৩৪ বছর।

কুকি ইনপি মণিপুর (কুকি ইনপি মণিপুর) এই হামলাকে বর্বর সহিংসতা বলে অভিহিত করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সংগঠনটির দাবি, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর এই ধরনের হামলা মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার গুরুতর লঙ্ঘন। সংগঠনটি নিহতদের পরিবারের প্রতি শোক ও সংহতি প্রকাশ করেছে এবং ঘটনার পূর্ণ তদন্ত দাবি করেছে।

বিবৃতিতে কেআইএম দাবি করেছে, এই হামলার পেছনে এনএসসিএন-আইএম এবং এর সহযোগী সংগঠন জেডইউএফ (কে) রয়েছে। এনএসসিএন-আইএম একটি সক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন, যারা উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন সময়ে সহিংস ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে। তবে অভিযুক্ত সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

**মণিপুরের দীর্ঘমেয়াদি জাতিগত সংঘাতের প্রেক্ষাপট**

২০২৩ সালের মে মাস থেকে মণিপুরে মেইতেই ও কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সংঘাত চলছে। সংরক্ষিত উপজাতি মর্যাদা সংক্রান্ত দাবিকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষ দ্রুত সহিংস রূপ নেয়।

সরকারি ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের অনুমান অনুযায়ী, সংঘাতে এখন পর্যন্ত ২৫০ জনের বেশি মানুষ নিহত এবং প্রায় ৬০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। বহু মানুষ এখনও ত্রাণ শিবিরে বসবাস করছেন। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে সহিংসতার মাত্রা কিছুটা কমেছে, তবুও কাংপোকপি, ইম্ফল পূর্ব, চুরাচাঁদপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় মাঝেমধ্যেই গুলি, হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে।

(১ম পাতার পর)

# এবার আরও বিপদে মমতা! লালবাজারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামে দায়ের অভিযোগ

বলিনি। মুখ খুলিনি। এখন অত্যাচারের শেষ সীমায় গিয়েছে বলে... আমি নাম বলছি না ভদ্রতা করে। বাংলাদেশের লোক উত্তাল হয়ে যাবে। আমি সেটা চাই না। আমি দেশকে ভালবাসি।"

ধর্নামঞ্চে উপস্থিত কয়েকজন ওই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করার অনুরোধ জানালেও মমতা তা করতে অস্বীকার করেন। জবাবে তিনি বলেন, "না বলব না দেশের স্বার্থে। (কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) কী বললেন? 'আপনি বাংলার পুলিশকে বলে দিন, এই কথা যাতে বাইরে না-বলে। এটা দেশের জন্য।' কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন? কার কার নাম বেরিয়েছিল? আজ সরকার বদলালেও মনে রাখবেন আমি তো সবটাই জানি। আমার হৃদয় কথা ভান্ডার, তথ্য ভান্ডার, সত্য ভান্ডার। সম্পদের ভয়ে কর্মীদের ভাসিয়ে দল ছেড়ে যাব না।"

উল্লেখ্য, বক্তব্যে তিনি কোনও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি, তবু রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, তাঁর মন্তব্য বাংলাদেশের 'ইনকিলাব মঞ্চ'-এর আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডকে ঘিরেই করা। গত বছরের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় সশস্ত্র হামলার শিকার হন হাদি। পরে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই মামলার তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স দুই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছিল। ধৃত ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল এবং আলমগীর হোসেনকে চলতি বছরের ৭ মার্চ গভীর রাতে বনগাঁ সীমান্ত এলাকা থেকে আটক করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, তাঁরা অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করছিলেন। এদিকে মমতার বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত রয়েছে। অভিযোগ দায়েরের পর এখন দেখার, বিষয়টি নিয়ে তদন্তকারী সংস্থা বা পুলিশ প্রশাসন ভবিষ্যতে কী পদক্ষেপ নেয়।

# সম্পাদকীয়

## বিদ্রোহীদের কাছে মাথা নোয়ালেন না মমতা, ফের স্বপদে বহাল অভিষেক

তৃণমূল ভেঙে খান-খান, বিদ্রোহী ৫৮ জন বিধায়ক। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অমান্য করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেছে নিয়েছেন ওই ৫৮ জন বিদ্রোহী বিধায়ক। গত বুধবার যখন বিদ্রোহ দেখিয়ে বিধায়করা ঋতব্রতকে পরিষদীয় নেতার পদে নির্বাচিত করেন তখনই দলের সমস্ত সংগঠন ও শাখা সংগঠন ভেঙে দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব।এছাড়াও, তৃণমূলের কৃষক সংগঠনের সভাপতি হয়েছেন বেচারাম মান্না। তৃণমূলের ক্ষেতমজুর সংগঠনের সভাপতি করা হয়েছে পূর্ণেন্দু বসুকে। তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সেলের সভাপতির পদে প্রাক্তন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তৃণমূলের মুখপাত্র করা হয়েছে কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন শুভাশিষ চক্রবর্তী।কারা থাকবেন আর কারা নাম লেখাবেন বিদ্রোহী গোষ্ঠী বা 'আসল তৃণমূলে' সেই নিয়ে যখন জল্পনা চলছে তখনই আবার নতুন করে দলীয় কমিটি ঘোষণা করল ঘাসফুল শিবির। আর সেই দলীয় কমিটিতে স্বপদেই রাখা হয়েছে অভিষেককে। আজ, শুক্রবার কালীঘাটে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে ছিল বৈঠক। যদিও সেই বৈঠকে খুবই কম বিধায়ক-সাংসদ ও দলীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কারা কোন পদে থাকছেন।

দলে আগের পদেই অর্থাৎ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং দোলা সেনকে। সুব্রত বক্সীকে সরিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়েছেন দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়। পুনরায় যুব তৃণমূলের সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন সায়নী ঘোষ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী হচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে সেই জায়গায় আনা হয়েছে মলয় ঘটককে। জাতীয় কর্মসমিতির সহ-সভাপতি পদে থাকছেন সুব্রত বক্সী। রাজ্যে তৃণমূলের সহ-সভাপতি হয়েছেন সাজদা আহমেদ, মমতাবালা ঠাকুর, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বাতী খন্দকার। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদে এসেছেন বাবর আলি, পুলক রায়, অসীমা পাত্র, অরূপ বিশ্বাস এবং রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ডা. রানা চট্টোপাধ্যায়, বিদেশ বসু, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, জয়া দত্ত, তাপস চট্টোপাধ্যায়, বসুন্ধরা গোস্বামী এবং গৌতম দেবকে। গুরুত্ব বেড়েছে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের। তাঁকে করা হয়েছে হকার্স সংগঠনের সভাপতি।

# জঙ্গলের দেবী মা মনসা

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**

**(সাতাশতম পর্ব)**

থেকে। বেহুলা গিয়ে কেঁদে পড়লো চাঁদের পায়ে। যে-চাঁদ মনসাকে চিরদিন অপমান করেছে, যে কোনদিন পরাজিত হতে চায় নি, সে- চাঁদ বেহুলার অশ্রুর কাছে পরাজিত হলো। বেহুলা বললো, 'তুমি শুধু বাঁ হাতে একটি ফুল দাও, তাহলেই খুশি হবে মনসা।' চাঁদ বললো, 'আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে ফুল দেবো।' তাই হলো। মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে একটি ফুল হেলাভরে ছুঁড়ে দিল চাঁদ। মনসা তারপরও খুশি। আর পৃথিবীতে প্রচারিত হলো মনসার পুজো।

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

# তৃণমূল বিধায়ককে দেখে 'চোর-চোর' স্লোগান, পুলিশি পাহারায় এলাকা ছেড়ে পালালেন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাড়োয়ায় তৃণমূল বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ। চোর - চোর স্লোগান বিজেপির কর্মী সমর্থকদের। কোনও রকমে পুলিশের পাহারায় এলাকা ছেড়ে পালালেন বিধায়ক। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হাড়োয়া বিধানসভার বিধায়ক আব্দুল মাতিন গোপালপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচাকি গ্রামে শুক্রবার গিয়েছিলেন সামাজিক প্রকল্পের কাজ দেখতে।

অন্যদিকে, তৃণমূলের প্রধানের অপসারণ চেয়ে অনাস্থা আনা হল পঞ্চায়েতে। বাদুড়িয়ার শায়েস্তানগর- ১ পঞ্চায়েতের ঘটনা। অভিযোগ প্রধান জেসমিনারা খাতুন এবং তার স্বামী বাংলাদেশি। প্রধানের লেটার প্যাড, স্ট্যাম্প, সই নকল করে ব্যবহার করত তাঁর স্বামী। পুরোটাই প্রধানের মদতে চলত বলে অভিযোগ। এছাড়াও প্রধান এবং তার স্বামী দুজনেই মিলে একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের উন্নয়নের টাকা তছরুপ এর অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। তাই প্রধানের অপসারণের দাবিত ১৭ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জন অনাস্থা জমা দিয়েছেন। তার মধ্যে ১০ জন তৃণমূলের, ১ জন বিজেপির এবং ১জন নির্দল।

আর সেখানেই বিজেপি কর্মীর সমর্থকরা তার গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এমনকি 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেন।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা বলেন, কিছুদিন আগে বিধায়ক একটি বাজে কুমন্তব্য করেছেন। প্রকাশ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল সেই বক্তব্য। তার জন্য মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সেই নিয়ে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে কোনওভাবে বিধায়ককে উদ্ধার করে এলাকা ছাড়েন।

# ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

শনিকে সৌরমণ্ডলে স্থান দেন তিনি। কর্মফলের দেবতা হিসেবে শনিকে উন্নীত করা হয়। কেউ কোনও অপকর্ম করলে শনির নজর এড়ায় না। শনির হাতে তার শাস্তি নিশ্চিত।

**ক্রমশঃ**


## • সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# 'একাধিক অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত জাভেদ, তাই শুভেন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চায়!' বোমা কল্যাণের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের মতবিরোধ আবারও প্রকাশ্যে চলে এল। এবার দলেরই প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি নিশানা করলেন দক্ষিণ কলকাতার কসবার তৃণমূল বিধায়ক জাভেদ খানকে। শুধু রাজনৈতিক সমালোচনা নয়, তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে অবৈধ নির্মাণ, অনিয়মিত উপায়ে ফ্ল্যাট বিক্রি এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার মতো গুরুতর অভিযোগও তুলেছেন তিনি।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, জাভেদ খানের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত একাধিক আবাসন প্রকল্পে দীর্ঘদিন ধরেই নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, নিয়ম মেনে অনুমোদন না নিয়েই একাধিক বহুতল নির্মাণ করা হয়েছে এবং পরে সেই প্রকল্পগুলির ফ্ল্যাট ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। সম্প্রতি কয়েকটি নির্মাণের বিরুদ্ধে ভাঙার নোটিশ জারি হওয়ার পরই পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয় বলে দাবি করেছেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, সাতটি বহুতলকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে। তাঁর অভিযোগ, প্রতিটি প্রকল্পেই বিপুল সংখ্যক মানুষ ফ্ল্যাট কিনেছেন। কিন্তু ক্রেতাদের অনেকের কাছেই বৈধ নথিপত্র নেই। তিনি দাবি করেন, ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন, বহু ক্ষেত্রেই সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের সরকারি নথি সম্পূর্ণ হয়নি। এমনকি ফ্ল্যাট কেনাবেচার ক্ষেত্রে যথাযথ নিবন্ধনের বদলে শুধুমাত্র সাধারণ চুক্তিপত্রের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে বলেও অভিযোগ।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও দাবি, ফ্ল্যাট ক্রেতাদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ নগদে নেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, অনেকেই সত্তর থেকে আশি লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদে দিয়েছেন। অথচ তাঁদের নামে কোনও বৈধ নথিই নেই। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট নির্মাণগুলির অনুমোদিত নকশা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে। বাসিন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তিনি অভিযোগ করেন, বহু প্রকল্পের ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার নথি দেখানো সম্ভব হয়নি।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই জাভেদ খানের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কল্যাণ। তাঁর অভিযোগ, ভাঙার নোটিস জারি হওয়ার পর প্রশাসনিক স্তরে সমাধানের পথ খুঁজতেই নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরির চেষ্টা চলছে। তিনি দাবি করেছেন, অবৈধ নির্মাণগুলিকে বৈধতার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রভাব খাটানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষের নামও উল্লেখ করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তিনি এমন তথ্য পেয়েছেন যে প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার আলোচনা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের স্বপক্ষে কোনও নথি প্রকাশ্যে আনেননি তিনি।

সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের জায়গা হিসেবে কল্যাণ তুলে ধরেছেন সাধারণ ফ্ল্যাট ক্রেতাদের দুর্দশার বিষয়টি। তাঁর বক্তব্য, কয়েক হাজার পরিবার এই ঘটনার ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। বহু মানুষ জীবনের সঞ্চয় খরচ করে মাথা গোঁজার ঠাঁই কিনেছিলেন। এখন সেই সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

তৃণমূল সাংসদের কথায়, যাঁরা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। একই সঙ্গে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, রাজনীতিতে এমন এক প্রবণতা তৈরি হয়েছে যেখানে বিতর্কিত ব্যক্তিরাও ক্ষমতার ছত্রছায়ায় নিজেদের রক্ষা করার সুযোগ পেয়ে যান। তাঁর দাবি, নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকেও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে নাকি জাভেদ খানকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর সঙ্গে হাত মেলালে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে!

সরাসরি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ তুলে কল্যাণের সংযোজন, উনি এখন যে ওয়াশিং মেশিনে রয়েছেন, জাভেদও তাই। যত অপরাধী আছে, সব এভাবেই ক্লিনচিট পেয়ে যাবে! দলের ভিতরে কিংবা প্রশাসনিক স্তরে কোনও অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের স্বার্থ রক্ষাই হওয়া উচিত প্রধান অগ্রাধিকার বলেই মত কল্যাণের।

(২ পাতার পর)

# কলকাতার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা ফিরহাদের

আবেদনও করেন তিনি। রাজ্যের প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বললেন, "নতুন সরকারের কাছে ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য। আমরা সকলের এখানে মানুষের জন্য রয়েছি। আমরা মানুষকে সহায়তা করব। মানুষের জন্য কাজ করব। আর যে সর্বতকৃষ্ট কাজ করবে, মানুষ তাঁকেই নির্বাচিত করবে। তাই শুভেচ্ছা দিয়ে আমি এই চেয়ার আজ খালি করলাম।"

**মেয়াদ শেষ হওয়ার মাস পাঁচেক আগেই ইস্তফা**

ফিরহাদ কলকাতা পুরসভার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। ২০০০, ২০০৫ এবং ২০১০ সালে এই ওয়ার্ড থেকেই তৃণমূলের টিকিটে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে ফিরহাদ পুরভোটে লড়েননি। ২০১৫ সালে ৮২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রণব বিশ্বাস। ২০১৮ সালে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের পর কলকাতার মেয়র হওয়ার পর ওই ওয়ার্ড থেকেই উপনির্বাচনে জিতে আসেন ফিরহাদ। ২০২১ সালে ৮২ নম্বর ওয়ার্ড থেকেই পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেয়র হিসেবে মেয়াদ শেষ হওয়ার মাস পাঁচেক আগেই ইস্তফা দিলেন ফিরহাদ। ফিরহাদের ইস্তফার সঙ্গেই ছোট লালবাড়িতে (কলকাতার পুরসভার লালরঙা ভবন) তৃণমূল শাসনের আনুষ্ঠানিক অবসান হল বলেই মনে করা হচ্ছে।

# রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল করার চেষ্টা হবে ব্যর্থ! ভারতের পাশে থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা পুতিনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে যখন নানা জল্পনা চলছে, ঠিক সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সেন্ট পিটার্সবার্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যমের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে পুতিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করে কোনও লাভ হবে না। তাঁর মতে, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দুর্বল করার যে কোনও চেষ্টা শুধু ব্যর্থই হবে না, বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে রাশিয়া থেকে ভারত যে বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল আমদানি করছে, তা নিয়ে পশ্চিমী দেশগুলির চাপের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, নয়াদিল্লির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা বাস্তবসম্মত নয়।

**ভারতের পাশে থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা পুতিনের:**

বৈঠকে পুতিন ভারতের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশের নেতৃত্বে থাকা নরেন্দ্র মোদী সবসময় ভারতের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন। সেই কারণে বাইরের কোনও চাপ তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারবে না। পুতিনের কথায়, "প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চাপ দেওয়া অর্থহীন। বিশ্ব এখন বুঝে গিয়েছে যে ভারতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের উপর চাপ সৃষ্টি করা আন্তর্জাতিক এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক—দুই ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।" তাঁর এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে

তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

রুশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও তাতে মস্কো-নয়াদিল্লি সম্পর্কের কোনও অবনতি হয়নি। বরং জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তি সহযোগিতার মতো একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। পুতিনের দাবি, পশ্চিমী দেশগুলির চাপ সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ার সঙ্গে তার ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক বজায় রেখেছে। তাঁর বক্তব্য, "এই চাপ যেখান থেকেই আসুক না কেন, আমরা ভারত-রাশিয়া সম্পর্কে কোনও নেতিবাচক প্রভাব দেখতে পাচ্ছি না।" এর মাধ্যমে তিনি কার্যত বোঝাতে চেয়েছেন যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যতই জটিল হোক, দুই দেশের পারস্পরিক আস্থা অটুট রয়েছে।

ভারতকে একটি "অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য অংশীদার" হিসেবেও বর্ণনা করেন পুতিন। তিনি জানান, রাশিয়া ভারতের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং ভবিষ্যতেও সেই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চায়। তাঁর মতে, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। তাই নয়াদিল্লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখা রাশিয়ার কৌশলগত অগ্রাধিকারের অন্যতম অংশ। পাশাপাশি তিনি ইঙ্গিত দেন যে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র আগামী দিনে আরও বিস্তৃত হতে পারে, বিশেষ করে জ্বালানি ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে।

দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়েও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন পুতিন। তাঁর মতে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উভয় দেশই সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে আগ্রহী। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পুতিন বলেন, ভারত একটি মহান দেশ এবং বিশ্ব রাজনীতিতে তার ভূমিকা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। তাঁর এই মন্তব্যকে শুধু মোদী সরকারের প্রতি সমর্থন হিসেবেই নয়, বরং ভারত (India)-রাশিয়া সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে মস্কোর দৃঢ় আস্থার প্রতিফলন হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

## সপ্তাহে ২ দিন হাওড়ার মঙ্গলাহাটে হকারদের বসার অনুমতি, শর্ত বেঁধে দিল প্রশাসন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হকারদের উচ্ছেদ করে প্রশাসন। তীব্র বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার, থানা-সহ বিভিন্ন জায়গায় স্মারকলিপি দেন তাঁরা। সেখানে বলা হয়, হকারদের বসতে না দিলে কয়েক হাজার হকার বেকার হয়ে যাবেন। অবশেষে হাওড়া ময়দান চত্বরে মঙ্গলাহাটের হকারদের সোম ও মঙ্গলবার রাস্তার ফুটপাথে বসার অনুমতি দিল হাওড়া সিটি পুলিশ।এরপরই এই সপ্তাহের প্রথমদিকে হকাররা আন্দোলনে নামেন। বিক্ষোভ দেখান। জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার, থানা-সহ বিভিন্ন জায়গায় স্মারকলিপি দেন তাঁরা। এরপরই হকারদের নিয়ে বৈঠক করেন জেলাশাসক। অবশেষে তাঁদের ফুটপাথে বসার অনুমতি দেওয়া হয়। মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠনের তরফে মলয় দত্ত বললেন, "প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে আমরা খুশি। ট্রাফিক আইন মেনে ফুটপাথেই হকাররা বসতে পারলে তাঁদের পরিবারগুলি বাঁচবে।"আগামী সপ্তাহ থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। তবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে শর্ত।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপ প্রিয়ার সঙ্গে হকারদের একটি বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কোন কোন ফুটপাথের কোন অংশে জামাকাপড় নিয়ে হকাররা বসবেন তা চিহ্নিত করে দেবে পুলিশ। শুধু তাই নয়, মঙ্গলাহাটের হকারদের রাত ১২ টার পর ফুটপাথে বসতে পারবেন। ব্যবসা করতে পারবেন সকাল ৭টা পর্যন্ত। সকাল ৮টার মধ্যে ফুটপাথ ফাঁকা করে দিতে হবে। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, হকাররা কোনওভাবেই রাস্তার উপর বসে জামাকাপড় বিক্রি করতে পারবেন না।

উল্লেখ্য, সপ্তাহ দুয়েক আগেই জেলা প্রশাসনের তরফে বলা হয়, মঙ্গলাহাটের হকাররা রাস্তায় ও ফুটপাথে বসতে পারবেন না। যাঁরা বসবেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে। সেই মতো প্রশাসনের কথা অমান্য করে যাঁরা ফুটপাথে বসেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করে হাওড়া থানা। হকারদের মালপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এমনকী গ্রেপ্তারও করা হয়।

# সিনেমার খবর

cinema TV

## বলিউডে নিষিদ্ধ রণবীর সিং

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ফারহান আখতারের বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা 'ডন ৩' থেকে হঠাৎ সরে দাঁড়ানোর খেসারত দিতে হচ্ছে বলিউড তারকা রণবীর সিংকে। সোমবার তার বিরুদ্ধে অসহযোগিতার নির্দেশ জারি করেছে ফেডারেশন অব ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনেমা এমপ্লয়িজ (এফডব্লিউআইসিই)। সিনেমাটির নির্মাতা ফারহান আখতার ফেডারেশনের কাছে রণবীরের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানানোর পাঁচ মাসেরও বেশি সময় পর এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

আজ এক সংবাদ সম্মেলনে এফডব্লিউআইসিই-এর প্রধান উপদেষ্টা এবং ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক পণ্ডিত পুরো ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি জানান, গত ১১ এপ্রিল ফারহান আখতার ফেডারেশনের কাছে রণবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, সিনেমার শুটিংয়ের জন্য পুরো ইউনিটের রওনা হওয়ার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই প্রকল্প থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন রণবীর। এর ফলে পুরো প্রজেক্টটি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এবং বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে প্রযোজক

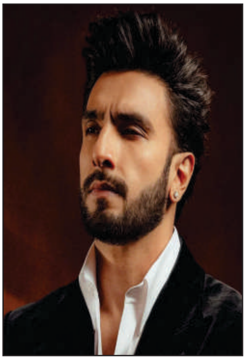

ফারহান আখতার ও রিতেশ সিধওয়ানিকে শুনানির জন্য ডাকা হয়। রিতেশ সশরীরে উপস্থিত থাকলেও ফারহান লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে তাদের বক্তব্য ও নথিপত্র পেশ করেন। অশোক পণ্ডিত জানান, স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের খাতিরে তারা রণবীর সিংকেও তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য প্রতি ১০ থেকে ১৫ দিন পর পর মোট তিনবার আনুষ্ঠানিক নোটিশ পাঠান। কিন্তু অভিনেতার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। অবশেষে ফেডারেশন সংবাদ সম্মেলনের ঘোষণা দেওয়ার পর রণবীরের টিম একটি ইমেইল পাঠায়, যেখানে এই বিষয়ে মাথা ঘামানোর জন্য ফেডারেশনের এখতিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়।

অভিনেতার এমন অপেশাদার আচরণের পর ফেডারেশন অভ্যন্তরীণ আলোচনার মাধ্যমে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এফডব্লিউআইসিই-এর সভাপতি বি. এন. তিওয়ারি জানান, বিষয়টি কেবল একজন অভিনেতা ও প্রযোজকের মধ্যকার বিরোধ নয়, বরং এর সঙ্গে হাজার হাজার চলচ্চিত্রকর্মীর জীবিকা জড়িত। একটি সিনেমার কাজ হুট করে বন্ধ হয়ে গেলে জুনিয়র আর্টিস্ট ও দৈনিক মজুরিতে কাজ করা টেকনিশিয়ানরা মারাত্মক আর্থিক সংকটে পড়েন।

তিনি স্পষ্ট করে বলেন, কোনো তারকা বা সুপারস্টারই ইন্ডাস্ট্রির নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে নন। চলচ্চিত্র অঙ্গনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এই শক্ত বার্তা দেওয়া জরুরি ছিল। তিওয়ারি ঘোষণা করেন, অবিলম্বে রণবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার নির্দেশ কার্যকর করা হচ্ছে এবং ফেডারেশনের কোনো সদস্য এখন থেকে তার সঙ্গে কাজ করবেন না। এই বিরোধের আনুষ্ঠানিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সব সহযোগী সংগঠন ও প্রযোজক সংস্থাকে এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানানোর আহ্বান জানিয়েছে ফেডারেশন।

এই ঘটনার পর 'ডন ৩' বিতর্ক এক নতুন মোড় নিল এবং বলিউডে তারকাদের চুক্তিবদ্ধতা ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি আবারও বড় আলোচনার জন্ম দিল।

## শোয়ার আগে যে কাজটি করতে ভোলেন না ক্যাটরিনা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

৪২ বছরে পৌঁছেও সৌন্দর্য এতটুকু কমেনি বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফের। শোবার আগে শতচেষ্টা করেও তার মুখে একটু দাগছোপ মিলবে না। ত্বকে জেল্লা যেন ঠিকরে পড়ছে অভিনেত্রীর। কখনো কখনো সানস্ক্রিন মাখতে ভুল হতে পারে তার, কিন্তু শুতে যাওয়ার আগে কখনোই মেকআপ তুলতে ভোলেন না ক্যাটরিনা কাইফ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমন কথাই বললেন অভিনেত্রী। তিনি বলেন, কাজের প্রয়োজনে মেকআপ করতেই হয় তারকাদের। আবার মেকআপ না তুলে ঘুমিয়ে পড়া খুব খারাপ অভ্যাস। তাই তিনি

মেকআপ তুলতে কখনোই ভোলেন না।

এ বিষয়ে মুম্বাইয়ে ত্বকের রোগ চিকিৎসক শরীফা চৌসে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, সানস্ক্রিন মাখতে ভুলে যাওয়ার অভ্যাস খুব ক্ষতিকর। সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগনি রশ্মি ত্বকের জন্য অতি ক্ষতিকারক। তিনি বলেন, এক রাত মেকআপ তুলতে ভুলে যাওয়ার চেয়ে সানস্ক্রিন না মেখে রোদে বেরিয়ে পড়া অনেক বেশি ক্ষতিকর। কারণ সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি ত্বক পুড়িয়ে দিতে পারে। বলিরেখার নেপথ্যেও থাকতে পারে রোদের ভূমিকা। ত্বকের বর্ম হিসেবে কাজ করে সানস্ক্রিন।

অন্যদিকে মেকআপ তুলে ঘুমাতে যাওয়া নিঃসন্দেহে ভালো অভ্যাস। কারণ রাতভর মেকআপের পুরু স্তর মুখে বসে থাকলে, ত্বক শ্বাস নিতে পারবে না। তা থেকে সংক্রমণও হতে পারে। কিন্তু একদিন কেউ মেকআপ তুলতে ভুলে গেলে তার প্রভাব হবে তাৎক্ষণিক এবং সাময়িক। রোদের তাপে ত্বকের ক্ষতি হবে দীর্ঘস্থায়ী।

## সেই প্রিয়া কি হারিয়ে গেলেন?

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আশির দশকের সাড়া জাগানো বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়া গিল এখনো আলোচনায় রয়েছেন। একসময় বলি বাদশাহ শাহরুখ খান থেকে শুরু করে দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টার নাগার্জুন আক্কিনেনি কিংবা অজিত কুমারের বিপরীতে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে 'জোশ' সিনেমায় শাহরুখ খানকে চড় মারার একটি দৃশ্যে অভিনয় করে সেই সময় ব্যাপক আলোচিত হন তিনি।

এ সিনেমারই একটি দৃশ্যে শাহরুখ খানকে চড় মারতে গিয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছিলেন প্রিয়া গিল। কোনোভাবেই চড়টা মেরে উঠতে পারছিলেন না তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিচালক নিজে শাহরুখের গালে চড় বসিয়ে দৃশ্যটি বুঝিয়ে দেন। তবে ওই মুহূর্তটির উত্তেজনায় পরিচালক ক্যামেরা বন্ধ করার নির্দেশ বা 'কাট' বলতেও ভুলে গিয়েছিলেন। তবে দৃশ্যটি নিখুঁতভাবে শেষ হলেও এরপর আর বলিউডে তার ক্যারিয়ার দীর্ঘ হয়নি প্রিয়া গিলের। ২০০৬ সালের পর থেকে তিনি নিজেকে পুরোপুরি অভিনয় জগত থেকে গুটিয়ে নেন।

তবে ক্যারিয়ারে সাফল্য পেলেও একপর্যায়ে রুপালি পর্দা থেকে হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে যান অভিনেত্রী। দীর্ঘদিন অভিনয়ের বাইরে থাকা প্রিয়া গিলের বর্তমান জীবনযাত্রা নিয়েও রয়েছে নানা গুঞ্জন। সামাজিক মাধ্যমে কোনো অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট না থাকায় তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্টদের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, অভিনেত্রী প্রিয়া গিল বিয়ে করে বর্তমানে ডেনমার্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। যদিও এর কোনো নির্ভরযোগ্য সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে ২০১৬ সালে প্যারিসে এক ভক্তের ক্যামেরায় বন্দি হয়েছিলেন তিনি, যা এখন পর্যন্ত নেটদুনিয়ায় তার সবশেষ ছবি।

তবে চলচ্চিত্রাঙ্গন থেকে প্রিয়া গিলের এভাবে হারিয়ে যাওয়ার পেছনে তার ব্যক্তিগত জীবনের নানা টানাপোড়েনকেই দায়ী করা হয়। ১৯৯৫ সালে একটি সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার পর বলি শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে পা রাখেন পাঞ্জাবের এ মেয়ে। এরপর ১৯৯৯ সালে 'সির্ফ তুম' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি ব্যাপক পরিচিতি পান। পরে ২০০০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মনসুর খানের 'জোশ' সিনেমায় রানি মুখার্জির স্থলাভিষিক্ত হয়ে শাহরুখ খানের বিপরীতে অভিনয়ের সুযোগ পান প্রিয়া গিল।

# স্পেনের বিশ্বকাপ দলে বার্সার আধিপত্য, নেই রিয়ালের কেউ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন। কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের ঘোষিত এই বিশ্বকাপ দল বিশ্ব ফুটবল মহলে বিশাল বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। স্পেনের বিশ্বকাপ দলে রয়েছেন বার্সেলোনার আট ফুটবলার। তবে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাবের কোনো খেলোয়াড়কে দলে রাখা হয়নি। রিয়ালের রক্ষণভাগের অভিজ্ঞ তারকা দানি কারভাহাল ও ডিন হুজসেনকে দলে রাখেননি ফুয়েন্তে।

২০২২ বিশ্বকাপে শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নিয়েছিল স্পেন। তবে এরপর ইউরো ২০২৪ জিতে আবারও নিজেদের শক্ত অবস্থান জানান দেয় স্প্যানিশরা। তাই এবারের বিশ্বকাপেও স্পেনকে অন্যতম ফেভারিট হিসেবে ধরা হচ্ছে।

দল ঘোষণার সময় কোচ দে লা ফুয়েন্তে জানা, লামিন ইয়ামাল, নিকো উইলিয়ামস ও মিকেল মেরিনো চোটে ভুগলেও তাদের ফিটনেস নিয়ে তিনি আশাবাদী। তার বিশ্বাস, প্রথম ম্যাচের আগেই সবাই পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে উঠবেন।

স্পেনের গোলরক্ষক হিসেবে দলে রয়েছেন অ্যাথলেটিক ক্লাবের উনাই সিমন, আর্সেনালের ডেভিড রায়া ও বার্সেলোনার জোয়ান গার্সিয়া। রক্ষণভাগে রাখা হয়েছে মার্ক কুকুরেয়া, পাউ কুবারসি, আয়মেরিক লাপোর্তে, আলেহান্দ্রো গ্রিমালদো, পেদ্রো পোরো, এরিক গার্সিয়া, মার্কোস ইয়োরেন্তে ও মার্ক পুবিলকে।

মিডফিল্ডে আছেন পেদ্রি, গাভি, রদ্রি, ফাবিয়ান রুইজ, মার্টিন জুবিমেন্দি, আলেক্স বায়েনা ও মিকেল মেরিনো। আর আক্রমণভাগে সুযোগ পেয়েছেন লামিন ইয়ামাল, নিকো উইলিয়ামস, দানি ওলমো, ফেরান তোরেস, মিকেল ওইয়ারসাবাল, ইয়েরেমি পিনো, বোরহা ইগলেসিয়াস ও ভিক্টর মুনিওস।

তবে দলে জায়গা হয়নি রিয়াল মাদ্রিদের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার দানি কারভাহালের। একই সঙ্গে বাদ পড়েছেন ডিন হুজসেন ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের রবিন লে নরমাঁ। ইনজুরির কারণে বার্সেলোনার তরুণ মিডফিল্ডার ফারমিন লোপেজও ছিটকে গেছেন। লেফটব্যাক আলেজান্দ্রো বালদেও দলে জায়গা পাননি।

খেলোয়াড় বাছাই নিয়ে দে লা ফুয়েন্তে বলেন, প্রতিপক্ষের ধরন ও ম্যাচ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েই সেরা ভারসাম্যপূর্ণ দল গঠন করা হয়েছে। কোনো খেলোয়াড় কোন ক্লাবে খেলেন সেটি নয়, বরং জাতীয় দলের প্রয়োজনই ছিল মূল বিবেচনা।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে ৪ জুন ইরাকের বিপক্ষে এবং ৮ জুন পেরুর বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে স্পেন। এরপরই মূল আসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাবে দলটি।

আগামী ১৫ জুন কাবো ভার্দের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে স্পেন। গ্রুপ এইচ-এ তাদের অন্য প্রতিপক্ষ সৌদি আরব ও উরুগুয়ে।

এই দলকে ঘিরে স্পেনের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। লামিন ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামসের আক্রমণাত্মক জুটি যেকোনো রক্ষণভাগ গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। বিশ্বকাপ দলেন রক্ষণভাগ থেকে আক্রমণভাগ পর্যন্ত তরুণ ও অভিজ্ঞদের এক অসাধারণ ভারসাম্য তৈরি করার চেষ্টা করেছেন দে লা ফুয়েন্তে।

বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে একইসঙ্গে অলিম্পিক, মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন ও বিশ্বকাপ জয়ের বিরল রেকর্ড গড়ার হাতছানি এখন স্পেনের সামনে।

## আইপিএলের বদলি ক্রিকেটাররা আগামী মৌসুমে খেলতে পারবে

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের(আইপিএল) লিগ পর্বের শেষ রাউন্ডে চোটের কারণে তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্মিলিতভাবে চার জন নতুন ক্রিকেটারকে বদলি হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করেছে। যদিও তারা কেউই নিজ নিজ দলের শেষ লিগ ম্যাচে খেলেননি।

গ্রুপ পর্বের শেষে তাদের সঙ্গে চুক্তি করা হলেও, টুর্নামেন্টের আগামী আসরকে মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজগুলো। সবশেষ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স কুইন্টন ডি কক এবং রাজ বাওয়ার বদলি হিসেবে মহিপাল লোমরোর এবং রুচিত আহিরকে চুক্তিবদ্ধ করে। অন্যদিকে রাজস্থান রয়্যালস রবি সিংয়ের পরিবর্তে ইমানজ্যোত চাহালকে দলে নেয়।

এরপর কলকাতা নাইট রাইডার্স মাথিশা পাথিরানার বদলি হিসেবে লাভনিথ সিসোদিয়াকে চুক্তিবদ্ধ করার বিষয়টি নিশ্চিত করে। আইপিএলে চোটে আক্রান্ত বদলির নিয়ম অনুযায়ী, 'যদি কোনো খেলোয়াড় দ্বাদশ ম্যাচের সময় বা তার আগে আহত হন, তবে আহত খেলোয়াড় এবং তার বদলি খেলোয়াড় উভয়ই পরবর্তী আইপিএল নিলামের আগে দলে থাকার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হন।

আইপিএলের কর্মকর্তা স্পোর্টস্টারকে নিশ্চিত করেছেন, প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির ১২তম ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই সমস্ত চোটের বিষয়ে লিগ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। চুক্তিবদ্ধ হওয়া চারজন বদলি খেলোয়াড়ই আগামী মৌসুমে দলে ধরে রাখার যোগ্য থাকবেন। একই নিয়ম মৌসুমের শুরুতে ঘোষিত আঘাতজনিত বদলি খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

গত কয়েকটি আসরে দল গঠনের কৌশল নির্ধারণে এই নিয়মটি ভূমিকা রেখেছে। চেন্নাই সুপার কিংস আইপিএল ২০২৫-এর মাঝামাঝি সময়ে গুরজাপনীত সিংয়ের বদলি হিসেবে দেওয়াল্ড ব্রেভিসকে চুক্তিবদ্ধ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত গত নিলামের আগে উভয় খেলোয়াড়কেই ধরে রেখেছিল।

ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো মৌসুমের শেষের দিকে বদলি হিসেবে খেলোয়াড় চুক্তিবদ্ধ করাকে শুধুমাত্র জরুরি বিকল্প হিসেবেই নয়। বরং নিলাম টেবিলে সম্ভাব্য ব্যয়বহুল দর কষাকষির লড়াইয়ে না গিয়ে নিজেদের ধরে রাখার বিকল্পের তালিকা প্রসারিত করার একটি কৌশলগত উপায় হিসেবে ব্যবহার করছে।

## মুম্বাইয়ের ব্যর্থ মৌসুমের পর কাঠগড়ায় পান্ডিয়ার নেতৃত্ব

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের এবারের আইপিএল মৌসুমে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। টুর্নামেন্ট চলাকালীনই কিছুটা আলোচনা থাকলেও, আসর শেষ হতেই সেই সমালোচনা আরও জোরালো হয়েছে। বিশেষ করে দলের ভেতরেও এখন নেতৃত্বের কার্যকারিতা নিয়ে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

রবিবার নিজেদের শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে হেরে প্লে-অফের আগেই ছিটকে পড়ে মুম্বাই। ১৪ ম্যাচে এটি ছিল তাদের দশম হার। পয়েন্ট তালিকায় লখনৌ সুপার জায়ান্টসের সমান পয়েন্ট নিয়েও কেবল রানরেটে এগিয়ে থেকে তলানির দিকেই অবস্থান করছে তারা।

গত মৌসুমে খারাপ শুরু করেও প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছিল মুম্বাই। তবে তার আগের মৌসুমে তারা ১০ দলের মধ্যে সবচেয়ে নিচে ছিল। ফলে টানা দুই মৌসুমের ব্যর্থতা এবং তিন মৌসুমের মধ্যে দুটিতে বড় বিপর্যয়ের কারণে পান্ডিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে সমালোচনা বাড়ছে।

অন্যদিকে গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক হিসেবে সফল ছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। তার নেতৃত্বে ২০২২ সালে চ্যাম্পিয়ন এবং পরের আসরে রানার্সআপ হয়েছিল গুজরাট। সেই পারফরম্যান্সের কারণেই মুম্বাই তাকে দলে এনে অধিনায়কত্ব দেয়। তবে মুম্বাইয়ে এসে সেই সাফল্য ধরে রাখতে পারেননি তিনি।

মৌসুম শেষে মুম্বাইয়ের ব্যাটিং কোচ কাইরন পোলার্ড বলেন, অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়ার প্রত্যাশিত ফল আসেনি, তবে দল তাকে পূর্ণ সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

পোলার্ড আরও জানান, দোষারোপের জায়গা নেই এবং পুরো দলকেই ব্যর্থতার দায় নিতে হবে। তার মতে, জয়ের পাশাপাশি হারও সমষ্টিগতভাবে আসে, তাই কারও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা উচিত নয়।

তিনি বলেন, সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, কিন্তু ফল আসেনি। এখন সময় হলো বিশ্রাম নিয়ে ভুলগুলো মূল্যায়ন করা এবং আগামী মৌসুমে আরও শক্তিশালীভাবে ফিরে আসার পরিকল্পনা করা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR